কক্সবাজার বাংলাদেশ

স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য রিপোর্ট

সেপ্টেম্বর ২০২০

হাইলাইটস

মার্চ থেকে, করোনা ভাইরাস মহামারীটি কক্সবাজারের অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। একাধিক জাতীয় এবং আঞ্চলিক লকডাউনের কারণে, আয়ের সুযোগগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, পরিবারের ক্রয় ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলেছে এবং খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই সংকট মোকাবেলার অংশ হিসেবে, ডাব্লিউএফপি "স্পেশাল সাপোর্ট টু হোস্ট কমিউনিটি (এসএসএইচসি)" প্রোগ্রামের মাধ্যমে কক্সবাজারের ৮টি উপজেলার পাঁচ লক্ষের ও বেশি স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকদের খাদ্য এবং নগদ সহায়তা প্রদান করছে। সুবিধাভোগী ও কর্মীদের নিরাপত্তা রক্ষা করার সাথে সাথে ডাব্লিউএফপির প্রয়োজনীয় পরিষেবা অব্যাহত রাখতে পুষ্টি, স্কুল ফিডিং এবং লাইভলিহুড এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোজন করা হয়েছে। এরই মধ্যে, ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের প্রস্তুতি হিসেবে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ডিসাস্টার রিস্ক রিডাকশন (ডিআরআর) প্রোগ্রামের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

স্থানীয় সম্প্রদায়

উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান

(আগস্ট, ২০২০)

৭০০,০০০ জন
স্থানীয় সম্প্রদায় থেকে সহায়তা পেয়েছে

৫৪০,০০০ জন
এসএসএইচসি প্রোগ্রামের মাধ্যমে সহায়তা প্যাকেজ পেয়েছে

৭,২১৫ জন মহিলা এবং শিশু
পুষ্টি সহায়তা পাচ্ছে

৩০ টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়স্থল
পুনর্বাসিত করা হয়েছে

১৩৫,০০০ জন শিশু
হাই এনার্জি বিস্কুট সম্পন্ন পেয়েছে

১০৬ ক্লিনিক
পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়

স্থানীয় সম্প্রদায়ের উপর কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব

এপ্রিল মাসে ফুড কনসাম্পসন স্কোর

(উৎস : ডাব্লিউএফপির শরণার্থী এবং হোস্ট সম্প্রদায়ের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব সম্পর্কিত এসেসমেন্ট)

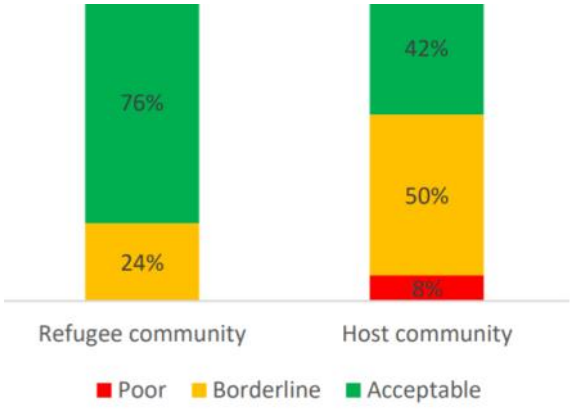

২০২০ সালের মার্চ মাসে সরকারীভাবে লকডাউন ঘোষণা করার পর থেকে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের পরিবারগুলি এপ্রিল মাসে ক্রমবর্ধমান ভাবে ক্রয় করার ক্ষমতা এবং ডায়েটের গুণগতমানের হ্রাস হওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ তথ্য রিপোর্ট করেছে।

- প্রায় সমস্ত উত্তরদাতাই প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২,১০০ টাকা (২৫ ডলার) আয় হ্রাসের কথা জানিয়েছেন।
- শুধুমাত্র ৪২ শতাংশ পরিবার একটি গ্রহণযোগ্য ডায়েট এর কথা প্রতিবেদন করেছেন*, এটি করোনা পূর্ববর্তী সময়ে ৮০ শতাংশ ছিল।

(উৎস: শরণার্থী এবং হোস্ট সম্প্রদায়ের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব সম্পর্কিত এসেসমেন্ট)

এছাড়া, আয়ের ক্ষতি দুর্বল ডায়েটে বিশেষভাবে অবদান রেখেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়ের ক্ষতি লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি বাড়ানোর ক্ষেত্রেও অবদান রাখে।

(উৎস: ডাব্লিউএফপির *জেন্ডার এসেসমেন্ট, জুন ২০২০*)

** **গ্রহণযোগ্য ডায়েট:** গ্রহণযোগ্য ডায়েটসম্পন্ন পরিবারগুলি সাধারণত প্রতিদিন প্রধানত শাকসবজি গ্রহণ করে সাথে তেল এবং ডাল এবং মাঝেমধ্যে মাংস, মাছ এবং দুগ্ধ জাতীয় খাবার গ্রহণ করে।

(উৎস : ডাব্লিউএফপির শরণার্থী এবং হোস্ট সম্প্রদায়ের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব সম্পর্কিত এসেসমেন্ট, মে ২০২০)

একটি পরিবারের জীবনে ডাব্লিউএফপির সহায়তা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা

কক্সবাজারের উখিয়ায় জরিনা ও শাহাবের ১০ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার / ছবি: নিহাব রহমান

হোস্ট সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রোগ্রাম (এসএসএইচসি)

"২০২০ সালের মার্চ থেকে সরকারী লকডাউনের সময় আমাদের কোনও আয়ের উৎস ছিল না। ১০ সদস্য বিশিষ্ট আমাদের পরিবারের সকলকেই কয়েক মাস ধরে ডাব্লিউএফপির বিশেষ সহায়তা প্যাকেজের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল।"

এসএসএইচসি প্রোগ্রাম ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে কক্সবাজার জুড়ে স্থানীয় সম্প্রদায়ের পাঁচ লক্ষাধিক সবচেয়ে দূর্বল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দিয়ে আসছে। প্রতিটি পরিবারকে ডাব্লিউএফপি চাল, বিস্কুট, ডাল, তেল এবং নগদ অর্থ (৪,৫০০ টাকা / ৫৩ মার্কিন ডলার) প্রদান করেছে। এছাড়াও ডাব্লিউএফপি সরকার সমর্থিত আইসোলেশন /ট্রিটমেন্ট সেন্টার এবং হাসপাতালগুলিতে সর্বমোট ৪,৫০০ জন ব্যক্তিকে জীবনরক্ষামূলক খাদ্য সহায়তাও সরবরাহ করেছিল। সমস্ত এসএসএইচসি বিতরণ ২০২০ সালের অক্টোবরের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

লাইভলিহুড প্রোগ্রাম (ইএফএসএন)

"আমাদের পরিবার যে সকল ধরণের ডাব্লিউএফপির সহায়তা পেয়েছে তার মধ্যে ইএফএসএন প্রোগ্রামটি সেরা ছিল। আমার এখন নিজের ব্যবসা আছে এবং আমি এটি প্রসারিত করতে চাই "

জরিনা (৩৮) ২০১৮ থেকে ডাব্লিউএফপির এনহান্সিং ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন (ইএফএসএন) প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছে। তিনি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্য যে ১৫,০০০ টাকা পেয়েছেন পাওয়ার পাশাপাশি কিভাবে মুরগী এবং ছাগল পালন করতে হয় শিখেছেন। প্রশিক্ষণ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও আত্মবিশ্বাসী। লকডাউনের সময়ে তিনি তার ব্যবসায়ের দেখাশোনা করেছেন। ইএফএসএন এর নিয়মিত প্রোগ্রাম স্থগিত করার সময়, ২৩,৫৪৩ জন মহিলা অংশগ্রহণকারীরা এসএসএইচসি এর মাধ্যমে নগদ অর্থ এবং খাদ্য সহায়তা পেয়েছিলেন। ইএফএসএন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৩৪ জন ডাব্লিউএফপির সুবিধাভোগী মহিলা মাস্ক তৈরিতে নিযুক্ত হয়েছে এবং ২০,৭০০ এরও বেশি মাস্ক তৈরী করেছে। ২০২০ সালের জুলাই থেকে ইএফএসএন নিয়মিত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করেছে।

ডিসাস্টার রিস্ক রিডাকশন

"আমি একজন নিয়মিত শ্রমিক ছিলাম, তবে আমি এই নতুন কাজটি উপভোগ করছি কারণ আমাকে অনিয়মিত আয় বা আগের মতো দেরিতে পাওনা টাকার বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না।"

শাহাব ক্যাশ-ফর ওয়ার্ক স্কিমগুলিতে অংশ নেয়, যেখানে তিনি উখিয়ার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে হাত ধোয়ার স্টেশন স্থাপনের মতো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস প্রকল্পগুলিতে সহায়তা করেন। তিনি সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করেন এবং প্রতিদিন ৬০০ টাকা (৭ মার্কিন ডলার) পান। ডাব্লিউএফপি এই বছর এ পর্যন্ত ২,২৫০ একর জমি জুড়ে পুনরায় বনায়নের কাজ সহ কোভিড-১৯ এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতির বিষয়ে সচেতনতা প্রচার পরিচালনা করছে।

স্কুল ফিডিং

জাহেদ(১৩),নাফিজা(১১)এবং মুহাম্মদ (৭)) একসাথে স্কুলে যেতে পছন্দ করে এবং স্কুলে তারা প্রাপ্ত উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বিস্কুট পেয়ে থাকে এবং স্কুলে যে পড়ার উপকরণগুলি পেয়ে থাকে সেগুলিও তারা পছন্দ করে। ২০২০ সালের মার্চ মাসে তাদের স্কুল বন্ধ হওয়ার পর থেকে, তারা ডাব্লিউএফপির ঘরে ঘরে বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাসায় বসেই বিস্কুট পাচ্ছে। ডাব্লিউএফপি এ কার্যক্রম ৫টি উপজেলায় (উখিয়া, টেকনাফ, পেকুয়া, মহেশখালী, কুতুবদিয়া) পরিচালিত করছে।

আগস্ট থেকে, শিশুরা বিস্কুটের পাশাপাশি দুটি শিশু সাইজের মাস্ক পেতে শুরু করেছে। মুখোশগুলি ডাব্লিউএফপির সেলফ রিলায়েন্স প্রোগামে অংশ নেয়া শরণার্থীদের দ্বারা তৈরি।

নিউট্রিশন

"আমাদের ছেলেটি অপুষ্টিতে ভোগে এবং দুর্বল হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, তবে এখন সে তাঁর বয়সী অন্যান্য শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর।"

জরিনা প্রথমে তার পুত্র তামিমের (৩) জন্য পুষ্টি সহায়তা পেতেন, এরপর ধীরে ধীরে ডাব্লিউএফপির মাঝারি তীব্র অপুষ্টি চিকিৎসা প্রোগ্রামে ভর্তি হয়। কোভিড -১৯ প্রাদুর্ভাবের সময়ে মায়েদের **"মিজার আপার আর্ম সার্কামফারেন্স (মুওয়াক)"**এর কৌশলগুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে ক্লিনিকে লোকসমাগম সীমিত রেখে মায়েরা ঘরে বসেই তাদের শিশুদের পুষ্টির অবস্থা মূল্যায়ন করতে পারেন। ডাব্লিউএফপি জুনে পেকুয়ায় ১৬ টি নতুন ক্লিনিক খোলা সহ ১০৬ পুষ্টি ক্লিনিক পরিচালনা করছে, যেখানে **(মুওয়াক)"** এর চিকিত্সা দেয়া হয়ে থাকে।

জরিনা এবং শাহাবের বার্তা

এটি স্বপ্নের মতো

"আমরা কখনই ভাবিনি যে আমরা দুজনেই একসাথে কাজ করে পরিবারকে সহায়তা করতে পারব। এখন আমার স্ত্রীর ব্যবসা আছে, আমারও উপার্জন আছে। আমরা আগে যে লোন নিয়েছিলাম তা পরিশোধ করতে পেরেছি এবং আমরা আয়ের অংশও সঞ্চয় করতে পেরেছি যা মহামারী চলাকালীন সময়ে আমাদের অনেক সহায়তা করেছিল। আমার বাচ্চারা সুস্থ আছে এবং আমরা এখন আমাদের পরিবারের ১০ জনকে খাওয়াতে এবং ভরণ পোষণ করতে পারি। আমাদের পরিবার সুখী আছে তবে আমরা আরও শিখতে এবং আরও প্রশিক্ষিত হতে আগ্রহী "

ভবিষ্যত কার্যক্রম

সামনের দিনগুলিতে, ডাব্লিউএফপি পরিকল্পনা করছে:

- ২০২০ অক্টোবরের মধ্যে এসএসএইচসি বিতরণ সম্পন্ন করা।
- মহেশখালী এবং কুতুবদিয়া উপজেলা থেকে শুরু করে উখিয়া এবং টেকনাফসহ অন্যান্য উপজেলায় লাইভলিহুড কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা।
- নতুন ক্লিনিকগুলিতে পুষ্টি পরিষেবাগুলি প্রসারিত করা (সেপ্টেম্বরে পেকুয়ায় ৪টি এবং টেকনাফে ২টি)।

ডাব্লিউএফপি দাতা সংস্থাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জাপান, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সৌদি আরব, সুইজারল্যান্ড, কাতার, ইতালি, লাক্সেমবার্গ

ফটো ক্রেডিট: WFP/ Nihab Rahman, Brook Dubois, Nalifa Mehelin